প্রথম আলো

তারিখ 23 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

প্রশ্ন ফাঁসের বাজার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে চক্র : সিআইডি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বাজার আছে হরেক রকমের। ভালো বাজারের উল্টো দিকে আছে কালোবাজার। আর এই কালোবাজারের নতুন সংযোজন প্রশ্নপত্র ফাঁসের বাজার। পরীক্ষার মৌসুমে কোটি টাকা লেনদেন হয় এই বাজারে। কর্মকর্তা-কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রনেতা, শিক্ষক, কোচিং সেন্টার, প্রেসের কর্মচারী—এঁরাই এ বাজারের নিয়ন্ত্রক। আর ক্রেতা ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থী, চাকরিপ্রার্থী ও তাঁদের অভিভাবক। প্রশ্নপত্র ফাঁসের এই বাজারে প্রযুক্তি সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

সম্প্রতি প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পরীক্ষায় জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে ছাত্রলীগের ২ নেতাসহ ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করার পর পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) কর্মকর্তারা এসব তথ্য জেনেছেন। এই ১৪ জনের মধ্যে ১০ জনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তাঁদের ৫ জন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

সিআইডির একাধিক কর্মকর্তা বলেছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পরীক্ষায় জালিয়াতির বেশ কয়েকটি চক্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যার মধ্যে দুটি চক্রের সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা। এর একটির হোতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র নাভিদ আনজুম। তাঁকে ১৪ নভেম্বর রংপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। আরেকটির হোতা বিকেএসপির সহকারী পরিচালক (বরখাস্ত) অলিপ বিশ্বাস পলাতক।

> পরীক্ষার ঠিক আগের রাতে কান পাতলেই শোনা যায় এই বাজারের নানা সংকেত। 'এই, তুই পাইছিস', 'কোনো লিংক আছে', 'কত চায়'—এ রকম ছাড়া ছাড়া খুদে বার্তা বিনিময় হয় আগের রাতে

জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আখতারুজ্জামান গতকাল বুধবার রাতে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'গোয়েন্দাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পারস্পরিক সহযোগিতায় এই চক্র ধরা হয়েছে। এই চক্র ধরার কারণেই গত ২০ অক্টোবরের ভর্তি পরীক্ষা থেকে বড় বাঁচা বেঁচে গেছি। এ বিষয়ে আমাদের অবস্থান কঠোর।'

শিক্ষাব্যবস্থায় যত বেশি পরীক্ষা বাড়ছে, ততই বাড়ছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের এই বাজার। বিভিন্ন চাকরি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ঠিক আগের রাতে ক্যাম্পাসে কান পাতলেই শোনা যায় এই বাজারের নানা সংকেত। 'এই, তুই পাইছিস', 'কোনো লিংক আছে', 'কত চায়'—এ রকম ছাড়া ছাড়া খুদে বার্তা বিনিময় হয় আগের রাতে। গত ২০ অক্টোবরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার আগের রাতে সন্দেহভাজনদের মুঠোফোনে এমন বার্তা বিনিময়ের তথ্য পেয়েছে সিআইডি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সিআইডি সূত্রগুলো বলছে, ভর্তি বা চাকরির বড় পরীক্ষার আগের রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো ও ফেসবুকে প্রশ্ন খোঁজাখুঁজি করেন অনেকে। প্রশ্নপত্র পাওয়া যেতে পারে এই আশায় অনেকে পরীক্ষার আগের দিনই ক্যাম্পাসে চলে আসেন। রীতিমতো কোটি টাকার প্রশ্নপত্র ফাঁস আর জালিয়াতির 'ইন্ডাস্ট্রি' গড়ে বসে আছে কয়েকটি চক্র। একটি ফাটকা বাজারে যত রকমের উপকরণ থাকে, তার সবই রয়েছে এই বাজারে। ক্রেতা, বিক্রেতা, দালাল, সেবাদানকারী সবাই এখানে কাজ করেন কঠোর গোপনীয়তা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫